দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 06 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা অধিদফতরের শীর্ষ পদ নিয়ে অদূরদর্শিতা, অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষা অধিদফতরের শীর্ষপদটি নিয়ে সরকারের অদূরদর্শিতার ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না। চাকরি জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে এবং এলপিআর-এ যাবার দু'এক মাস আগে প্রবীণ শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে। তাঁরা অধিদফতরের হালচাল বোঝার আগেই চলে যাচ্ছেন এলপিআর-এ। সর্বশেষ প্রফেসর আব্দুর রশীদকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ডিজি হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাঁর চাকরির বয়স আছে মাত্র ২৫ দিন। এদিকে ড. এটিএম শরীফ উল্লাহকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি হিসাবে বদলি করা হয়েছে এবং তাঁর চাকরির বয়স আছে মাসখানেক। গত বৃহস্পতিবার এই দু'টি বদলির ঘটনা শিক্ষা ক্যাডারে হাসির খোরাক যুগিয়েছে। শিক্ষা অধিদফতর হচ্ছে শিক্ষা বিভাগের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সৎ, দক্ষ, কর্মোদ্যমী ও কঠোর প্রশাসক প্রয়োজন হলেও সরকার বিষয়টি বছরের পর বছর উপেক্ষা করে যাচ্ছে। চাকরি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একজন শিক্ষকের যখন আর কিছুই দেবার থাকে না, এলপিআর-এ যাবার জন্য যখন কেউ সময় গুনতে থাকেন তখনই তাঁকে এনে বসানো হয় এই ঝামেলার পদে। ডিজি পদে গত ডজনখানেক নিয়োগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চাকরির বয়স দুই, তিন বা ছয় মাস আছে এমন ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ এই পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অধিদফতরের সামগ্রিক পরিস্থিতি বোঝার আগেই তাঁরা চলে যান অবসরে। এই স্বল্প সময়ে অধিদফতরের অবস্থা পরিবর্তনে তাঁদের করার তেমন কিছুই থাকে না। অধিদফতরের মতো জটিল জায়গায় প্রবীণ একজন শিক্ষক মেধা, মনন খাটিয়ে নতুন কিছুই দিতে পারেন না। পরিকল্পনা নিতে নিতেই তাঁরা চলে যান। এর ফলে শিক্ষা অধিদফতরের অনিয়ম, দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা থাকছেন বহাল তবিয়তে। প্রফেসর ড. এটিএম শরীফ উল্লাহ ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। হঠাৎ তাঁকে দেয়া হয় ঢাকা কলেজে। এরপর মাস তিনেক আগে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ডিজি করা হয়। গত বৃহস্পতিবার তাঁকে দেয়া হলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি পদে। প্রশ্ন উঠেছে ড. শরীফ উল্লাহ এক মাসের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি হিসাবে কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? আবার প্রফেসর আব্দুর রশীদের চাকরির বয়স ২৫ দিন থাকতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ডিজি করা হলো। এই ২৫ দিনে তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত এই অধিদফতরের কতটা পরিবর্তন আনতে পারবেন? এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, সিনিয়রিটির ভিত্তিতে এই পদটি পূরণ করা হয়। দেখা যায়, সিরিয়ালে যখন একজন শিক্ষক আসছেন তখন তাঁর বিদায় মুহূর্তও সমাগত। এ ব্যাপারে একজন সিনিয়র প্রফেসর জনকণ্ঠকে বলেন, সিনিয়রিটির ভিত্তিতে পদটি পূরণ করার কথা থাকলেও এটি সিলেক্টিভ পোস্ট। এই পদে সিনিয়রদের মধ্য থেকে এমন কাউকে দেয়া উচিত যাঁর চাকরির বয়স ন্যূনতম ৪/৫ বছর আছে এবং যাঁর কাছ থেকে সত্যিকার অর্থে অধিদফতর সেবা পেতে পারে।